কুষ্টিয়ায় কালের কণ্ঠের ১৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন

কুষ্টিয়ায় কালের কণ্ঠের ১৩ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন উপলক্ষে আলোচনা, কেক কাটা ও ছিন্নমুল মানুষের মাঝে রান্না করা খাবার বিতরণ অনুষ্ঠানে আয়োজন করা হয়েছে ।

মঙ্গলবার দুপুরে কালের কণ্ঠ কুষ্টিয়ার জেলা প্রতিনিধি তারিকুল হক তারিকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আলহাজ্ব সদর উদ্দিন খান,জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আজগর আলী,টিআইবি পরিচালিত সচেতন নাগরিক কমিটির জেলা কমিটির সভাপতি ও কালের কণ্ঠের শুভসংঘের সভাপতি আলহাজ্ব রফিকুল আলম টুকু, কুষ্টিয়া প্রেস ক্লাবের সভাপতি ও বাংলাদেশ প্রতিদিনের প্রতিনিধি,আল মামুন সাগর, চ্যানেল আইয়ের জেলা প্রতিনিধি, আন্দোলনের বাজার পত্রিকার সম্পাদক ও কুষ্টিয়া প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আনিসুজ্জামান ডাবলু, সংবাদের প্রতিনিধি মিজানুর রহমান লাকি, ইত্তেফাকের প্রতিনিধি মোস্তাফিজুর রহমান মঞ্জু, কালের কণ্ঠের শুভসংঘের সাধারণ সম্পাদক কাকলী খাতুন প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে কুষ্টিয়া জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আলহাজ্ব সদর উদ্দিন খান বলেছেন, ‘একটি সমাজ বা দেশকে এগিয়ে নিতে সাংবাদিকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বাংলাদেশকে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে তুলতে হলে সাংবাদিকসহ সব শ্রেণি পেশার মানুষকে একযোগে দেশের স্বার্থে কাজ করতে হবে।

এ ছাড়াও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আজগর আলী বলেন, বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান পত্রিকা হচ্ছে দৈনিক কালের কন্ঠ। জাতির বিবেকের প্রতিনিধি হচ্ছে সাংবাদিকরা। তেমনি বস্তুনিষ্ঠতা ও অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার জন্য প্রকাশের অল্প দিনের মধ্যেই কালের কণ্ঠ দেশের অন্যতম জনপ্রিয় দৈনিকে পরিণত হয়েছে। কালের কণ্ঠ সংবাদ পরিবেশন করে সমাজ তথা দেশের উন্নয়নের অংশীদার হচ্ছে।

অনুষ্ঠানের শেষে কালের কন্ঠের সুর্দীঘ প্রকাশনা অব্যহত যাতে থাকে সে জন্যে মহান আল্লার দরবারে দোয়া করা হয়। ইত্তেফাকের প্রতিনিধি মোস্তাফিজুর রহমান মঞ্জু দোয়া পরিচালনা করেন।

অনুষ্ঠানে সাংবাদিক ও সুধীজনসহ শুভসংঘের শুভসংঘেরর যুগ্ম সম্পাদক সুমাইয়া খাতুন,প্রচার সম্পাদক এসএম জামাল, মুন্তাসির আহম্মেদ, মেহেদী হাসান জয়, খালেদ, মোসাব্বির, নাফিজ,রিজাসহ সকল সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। পরে শুভসংঘের সদস্যরা শহরের কোট রেলওয়ে ষ্টেশনে শতাধিক ছিন্নমুল অসহায় দু:স্থ্যদের মাঝে দুপুরের খাবার ও মিষ্টি বিতরণ করেন।

কুষ্টিয়ায় ভোক্তা অধিকার অধিদপ্তরের অভিযানে ২ লাখ টাকা জরিমানা

কুষ্টিয়ায় ভোক্তা অধিকার ও র্যাবের বিশেষ অভিযানে ভেজাল পণ্য তৈরির কারখানার খোঁজ মিলেছে। পরে সেখানে ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে একটি প্রতিষ্ঠানকে দুই লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

সোমবার দুপুরে র্যাব-১২ কুষ্টিয়ার কম্পানি কমান্ডার মোহাম্মদ ইলিয়াস খান ও জেলা ভোক্তা সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সুচন্দন মন্ডলের নেতৃত্বে একটি বিশেষ দল কুষ্টিয়া কুষ্টিয়া শহরের আড়ুয়াপাড়া এলাকায় তদারকিমূলক অভিযান চালায়।

র্যাব জানায়, ওই কারখানা থেকে বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক পদার্থ মিশিয়ে ভেজাল কসমেটিকস, অলিভ ওয়েল এবং সুগন্ধি তেলসহ আরো অনেক পণ্য জব্দ করা হয়।

জেলা ভোক্তা সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সুচন্দন মন্ডল জানান, কুষ্টিয়া কুষ্টিয়া শহরের আড়ুয়াপাড়া এলাকায় তদারকিমূলক অভিযান চালানো হয়। এসময় ‘অথই কসমেটিকস’ নামে একটি্ প্রতিষ্ঠানে তারা দীর্ঘদিন ধরে ভেজাল পণ্য উৎপাদন ও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বাজারজাত করে আসছিল।

এসময় বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক পদার্থ মিশিয়ে ভেজাল কসমেটিকস, অলিভ ওয়েল এবং সুগন্ধি তেল উৎপাদন ও বিক্রয় করার অপরাধে অথই কসমেটিকস

এর সত্ত্বাধিকারী মোঃ রুহিন আলীকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর ৪১ ধারা মোতাবেক ২ লাখ টাকা জরিমানা আরোপ ও আদায় করা হয়। পাশাপাশি লক্ষাধিক টাকার ভেজাল কসমেটিকস এবং কসমেটিকস তৈরির উপকরণ ধ্বংস করা হয়।

অভিযানে সার্বিক সহযোগিতা করেন জেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর (ভারপ্রাপ্ত) সুলতানা রেবেকা নাসরীন ও র্য্যাব-১২’র সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

কুষ্টিয়ায় ভেজাল সার বাজারজাত করায় মালিকের জেল-জরিমানা

কুষ্টিয়ার মিরপুরে ভেজাল ও নিম্নমানের সার বাজারজাত করায় মিলন আহমেদ (৩২) নামে এক যুবককে কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। একই সঙ্গে তাকে একলাখ টাকা জরিমানা করা হয়।

সোমবার (৯ জানুয়ারি) বেলা ২টার দিকে মিরপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ভারপ্রাপ্ত) মো. হারুন অর রশিদ এই ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন।

উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল মামুন জানান, মিলন ২০২০ সালে স্থানীয় থানাপাড়া এলাকায় ম্যারিকো অ্যাগ্রোভেট নামে সার মোড়কজাত করার লাইসেন্স নেন। সেখান থেকে তিনি নিম্নমানের ভেজাল সার বাইরে থেকে সংগ্রহ করে মোড়কজাত করেন। এরপর সেটি বাজারে বিক্রি করে আসছিলেন।

কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা আরও জানান, সারের বিষয়ে সন্দেহ হলে সেটি ল্যাবে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছিল। পরীক্ষা করে ভেজাল শনাক্ত হয়। ভেজাল সারের বিরুদ্ধে এই অভিযান অব্যাহত থাকবে।

ইউএনও জানান, সার ব্যবস্থাপনা আইনে দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় অভিযুক্ত মিলন আহমেদকে সাত দিনের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে তাকে এক লাখ টাকা জরিমানা করা হয়।

কুষ্টিয়ায় অনুমোদনহীন ৬ ইটভাটাকে ২৪ লাখ টাকা জরিমানা

কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলায় অনুমোদনহীন ৬টি ইটভাটার মালিককে ২৪ লাখ টাকা জরিমানা করেছেন পরিবেশ অধিদপ্তরের ভ্রাম্যমাণ আদালত। এ সময় ভাটার দুই লাখ কাঁচা ইট ধ্বংস করা হয়েছে।

সোমবার (৯ জানুয়ারি) সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত এই অভিযান চালানো হয়। অভিযান পরিচালনা করেন দৌলতপুর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. শহীদুল ইসলাম।

ভাটাগুলোর মধ্যে আদাবাড়িয়া এলাকার আরইউবি ব্রিকসকে ৫ লাখ, দুখীপুরের আরএনবি ব্রিকসকে ৩ লাখ, কিশোরীনগরের এসআরবি ব্রিকসকে ৩ লাখ, ডাংমড়কা এলাকার এমআরএন ব্রিকসকে ৩ লক্ষ টাকা, এনবিএল ব্রিকসকে ৫ লাখ ও প্রাগপুর মাঠপুর এলাকার বিএনবি ব্রিকসকে ৫ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়।

নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও দৌলতপুর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. শহীদুল ইসলাম জানান, ইট প্রস্তুত আইন-২০১৩ অমান্য করে ইটভাটায় ফসলি জমির মাটি ব্যবহার, কাঠ পোড়ানো ও লাইসেন্স নবায়ন না থাকায় ৬ ইটভাটার মালিককে ২৪ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়।

কুষ্টিয়া পরিবেশ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক মোহাম্মদ আতাউর রহমান বলেন, কুষ্টিয়া জেলায় ১৬৮টি ইট ভাটা আছে। যার মধ্যে মাত্র ২২টি বৈধ। বাকি সব অবৈধভাবে পরিচালিত হয়ে আসছে। আর দৌলতপুর উপজেলায় ২৯টি ইটভাটা আছে। এর মধ্যে মাত্র একটি ভাটা বৈধ। অবৈধ এসব ইট ভাটায় প্রতি মৌসুমে লাখ লাখ টন কাঠ পোড়ানো হচ্ছে। অবৈধ এসব ভাটার বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত থাকবে।

কুষ্টিয়ায় রোটারী ক্লাবের উদ্যোগ শীতার্ত মানুষ মাঝে কম্বল বিতরণ

কুষ্টিয়ায় শীতার্ত মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। রোটারী ক্লাব অব কুষ্টিয়ার উদ্যোগে গতকাল মঙ্গলবার কুষ্টিয়া পৌরসভার ৭ ও ৮ নং ওয়ার্ড এলাকায় এ শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়।

রোটারি ক্লাব অব কুষ্টিয়ার প্রেসিডেন্ট রোটারিয়ান আবু হাসান লিটন এমপিএইচএফ এমডি এর সভাপতিত্বে উপস্থিত ছিলেন, রোটারি ক্লাব অব কুষ্টিয়ার শীত বস্ত্র উপহার প্রদানে উপস্থিত ছিলেন রোটারি ইন্টারন্যাশনাল ডিস্ট্রিক ৩২৮১ এর অ্যাডিশনাল গভর্নর রোটারিয়ান অজয় সুরেকা এমপিএইচএফ, ডিস্ট্রিক সেক্রেটারি সৈয়দা হাবিবা একেএস, রোটারি ক্লাব অব কুষ্টিয়ার প্রেসিডেন্ট-ইলেক্ট রোটারিয়ান অ্যাডভোকেট মোসাদ্দেক আলী মণি এমপিএইচএফ এমডি, প্রেসিডেন্ট-নমিনি রোটারিয়ান রুয়াইম রাব্বি এমপিএইচএফ এমডি, সেক্রেটারি তুষার রতন, রোটারিয়ান গোপা সরকার আরএফএসএম, রোটারিয়ান বরেন পোদ্দার, রোটারেক্ট শাহরিয়ার পারভেজ শাওন, কুষ্টিয়া পৌরসভার ৭নং ওয়ার্ড কমিশনার এইচ এম তানভীর নবেল এবং ৮নং ওয়ার্ড কমিশনার শেখ কৌশিক আহম্মেদসহ অনেকে।

রোটারি ইন্টারন্যাশনাল ডিস্ট্রিক ৩২৮১ এর অ্যাডিশনাল গভর্নর রোটারিয়ান অজয় সুরেকা এমপিএইচএফ জানান, সারাদেশের মতো কুষ্টিয়াতেও শীতের প্রকোপ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই কনকনে শীতে পৌরসভার ৭ ও ৮ নং এলাকার শীতার্ত মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়েছে।

আর্তমানবতার সেবায় রোটারী ক্লাব অব কুষ্টিয়া নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সমাজের বিভিন্ শ্রেনী পেশার মানুষের জন্য রোটারী ক্লাব অব কুষ্টিয়া বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করে তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে মানুষের অন্তরে স্থান করে নিয়েছে।

রোটারি ক্লাব অব কুষ্টিয়ার প্রেসিডেন্ট রোটারিয়ান আবু হাসান লিটন বলেন, আমরা যারা রোটারী করি এসব রোটারিয়ানরা নিজেদের উপার্জনের অর্থের একটি অংশ সমাজের অসহায় মানুষের কল্যাণে ব্যয় করে থাকি। রোটারীর মাধ্যমে মানুষের সহায়তায় এগিয়ে আসা একটি মহৎ

কাজ। সমাজের বিত্তবানদের সকলের উচিত যার যার অবস্থান থেকে রোটারীর ন্যায় সাহায্যের হাত প্রসারিত করা। তাহলেই আগামীর জন্য একটি সুখী-সুন্দর সমাজ বিনির্মাণ করা সম্ভব।

এদিকে কম্বল পেয়ে বিভিন্ন পেশার মানুষ বলেন, রোটারী ক্লাবের পক্ষ থেকে এই তীব্র শীতে কম্বল উপহার পেয়ে আমাদের অনেক উপকারে লাগবে। শীত লাঘব হবে। কম্বল পেয়ে একটু আরাম পাবো।

বাংলাদেশকে বাঁচাতে হলে বিএনপির চক্রান্ত রুখে দিতে হবে

বাংলাদেশকে বাঁচাতে হলে বিএনপির চক্রান্ত রুখে দিতে হবে বলে জানিয়েছেন জাসদ সভাপতি, সাবেক তথ্যমন্ত্রী ও কুষ্টিয়া-২ (মিরপুর-ভেড়ামারা) আসনের সংসদ সদস্য হাসানুল হক ইনু।

তিনি বলেন, ২৭ আর ১০ দফা দিয়ে বিএনপি আবারও সরাসরি ৭১,৭৫ ও ২১ আগস্টের খুনিদের সাথে এক প্লেটে ভাত খাচ্ছে। এটা রাজনৈতিক বেয়াদবি, যা মেনে নেওয়া যায় না। বাংলাদেশকে বাঁচাতে হলে বিএনপির এই চক্রান্ত যে কোন মূল্যে রুখে দিতে হবে।

মঙ্গলবার (৩ জানুয়ারি) বেলা সাড়ে ৩টায় কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার মশান মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে বারুইপাড়া ইউনিয়ন জাসদের সম্মেলন সভায় যোগ দিয়ে বিএনপি জোটের সরকার পতনের আন্দোলন প্রসঙ্গে তিনি সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন।

এসময় ইনু আরো বলেন, বিএনপির ডানে রাজাকার, জামায়াত যুদ্ধাপরাধী আর বামে সুযোগ সন্ধানী কতিপয় দল জড়ো হচ্ছে। এরা কখন কোন দিকে যায় বোঝা যায় না। তবে কয়টা সুযোগ সন্ধানী দল যোগ হচ্ছে সেটা ব্যাপার না, জনগণ যোগ হচ্ছে কিনা সেটাই দেখার বিষয়।

ইনু বলেন, জনগণ ভরসা করতে পারে, অর্থনৈতিকসহ যে ধরনেরই বৈশ্বিক সংকট থাকুক না কেন, বর্তমান সরকার জনগণকে রক্ষা করবে। বারুইপাড়া

ইউনিয়ন জাসদের সিনিয়র নেতা মোজাফ্ফার হোসেন জিন্নাহ মেম্বারের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন জাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল আলিম স্বপন, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ,উপজেলা জাসদের সাধারণ সম্পাদক আহাম্মদ আলী,যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক কারশেদ আলম,উপজেলা জাতীয় পাটির সাধারণ সম্পাদক শামিম আহমেদ, বারুইপাড়া ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি ও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ডাঃ শফিকুল ইসলাম মন্টু, সাবেক মিরপুর উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান শেখ মোহাঃ বাহাদুর, জেলা যুবজোটের সাধারণ সম্পাদক ডাঃ মাসুদ রানা, জাসদ নেতা রায়হান উদ্দিন, আব্দুল খালেক, সাদেক আলী মেম্বরসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।

এর আগে বেলা সাড়ে ১১ টার দিকে মিরপুর উপজেলা জাসদের সাবেক সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ শরীফ এর প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে স্মরণ সভায় বক্তব্য রাখেন ইনু।

এ সময় জাসদের মিরপুর উপজেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক আহাম্মদ আলীর সভাপতিত্বে জেলা জাসদের সভাপতি গোলাম মহসিনসহ দলীয় নেতাকর্মীরা বক্তব্য রাখেন।

কুষ্টিয়ায় সরিষার বাম্পার ফলনের সম্ভাবনা

কুষ্টিয়ায় এবার অন্যান্য বারের তুলনায় সরিষার আবাদ হয়েছে সবচেয়ে বেশি। সরিষা ক্ষেতে হলৃুদ ফুলেফুলে ছেয়ে গেছে বিস্তীর্ণ মাঠ। আবহাওয়া ভালো থাকায় এবার বাম্পার ফলনের সম্ভাবনা দেখছেন চাষিরা। জেলায় এবার মাঠের পরমাঠে সরিষার আবাদ দেখা গেছে। মাঠের পর মাঠজুড়ে সরিষা ফুলের দৃশ্য দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়।

মিরপুর উপজেলার বারুইপাড়া ইউনিয়নের সরিষা চাষি ফরজ আলী বলেন, গত বছর এক বিঘা জমিতে সরিষার চাষ করে লাভবান হওয়ায় এ বছর তিন বিঘায় সরিষা চাষ করেছেন। সরিষার ফুল দেখেই মনটা জুড়িয়ে যাচ্ছে। তিনি বলেন, দিশা সংস্থা এবার আমাকে বিনামুল্যে বীজ,সার ও কীটনাশক বিনামুল্যে বিতরণ করেছে। ফলন ভালো হবে বলেও আশা করি। আশা করছি

ন্যায্য মূল্য পেলে আমরা এবারও লাভবান হবো।

মশান গ্রামের আরেক চাষি নুর মোহাম্মদ বলেন, এবার দেড় বিঘা জমিতে সরিষা চাষ করেছি। এখন পর্যন্ত জমিতে কোনো সমস্যা দেখা যায়নি। বরং সুন্দর আর স্বাস্থ্যবান বীজের দেখা যাচ্ছে। এতে ভালো ফলন পেয়ে লাভবান হতে পারবো।

তিনি বলেন, সরিষা চাষে তেমন কোন খরচ নেই বললেই চলে। যদি এ বছর সরিষার ভালো মূল্য পাওয়া যায়, তবে সব সরিষা চাষিই লাভবান হবেন।

কৃষক আনোয়ার আলী বলেন,নিজের প্রয়োজন মেটাতে গেলো বছর ২ বিঘা জমিতে সরিষার চাষ করেছিলাম। অল্প খরচে স্বল্প সময়ে বেশ ভালো আবাদ হওয়ায় এবং তেলের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় এবার ৭ বিঘা জমিতে সরিষার চাষ করেছি। আশা করছি অন্য বছরের তুলনায় এবার সরিষার ফলন ভালো হবে।

স্থানীয় দিশা স্বেচ্ছাসেবী আর্থ সামাজিক উন্নয়ন ও মানবিক কল্যাণ সংস্থার সহকারী কৃষি কর্মকর্তা এনামুল হক বলেন, নস্থানীয় জাতের সরিষায় হেক্টর প্রতি ফলন হয় দশমিক ৫ থেকে দশমিক ৬ টন, সে তুলনায় বিনা ও বারিসহ উচ্চ ফলনশীল জাতের সরিষায় ফলন হয় হেক্টর প্রতি দেড় থেকে দুই টন। উচ্চ ফলনশীন জাতের সরিষা চাষে কৃষকদের ব্যাপকভাবে উদ্বুদ্ধ করায় এ বছরও এর চাষ বেশি হয়েছে।

তিনি বলেন, প্রতিবিঘা জমিতে সরিষা চাষ থেকে শুরু করে ফসল তুলতে খরচ হয় সর্বোচ্চ তিন হাজার টাকা। প্রতিমণ সরিষা বিক্রি করা যায় দুই হাজার ৫’শ থেকে ৩ হাজার টাকা পর্যন্ত। প্রতি বিঘাতে ৫-৭ মণ সরিষা উৎপাদন হলে বিঘা প্রতি ১৫ হাজার টাকা লাভ করা যায়। এছাড়া সরিষা আবাদে তেমন সেচের প্রয়োজন হয়না। তাছাড়া মাত্র তিনমাস সময়ে সরিষা আবাদ করা যায়। সরিষার বড় শত্রু জাব পোকা। এবার জাব পোকার আক্রমণ না থাকায় সরিষার ফলন ভালো হবে বলে আশা করছেন তিনি।

মিরপুর উপজেলায় তামাক চাষ নিরোধে পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহযোগীতায় এবং স্থানীয় দিশা স্বেচ্ছাসেবী আর্থ সামাজিক উন্নয়ন ও মানবিক কল্যাণ সংস্থার বাস্তবায়নে তামাক নিয়ন্ত্রণে বিকল্প ফসল উৎপাদন ও বহুমুখী আয়ের উৎস্য সৃষ্টি শীর্ষক কার্যক্রম চালু করেছে।

দিশার কারিগরী কর্মকর্তা কৃষিবীদ জিল্লুর রহমান বলেন, এই মিরপুর উপজেলার বারুইপাড়া ইউনিয়নের এগারোটি গ্রামে তামাক চাষ কমিয়ে

আনতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এজন্য আমরা ১২০ জন কৃষকের মাঝে বিনামুল্যে সরিষা বীজ, সার ও কীটনাশকসহ সব ধরনের সহযোগিতা করা হয়েছে। আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে চলতি মৌসুমে সরিষার ফলন ভালো হবে বলে আশা হচ্ছে। তবে আগের তুলনায় তামাক চাষ অনেকটাই কমে গেছে বলেও দাবী করেন তিনি।

তিনি বলেন, সরকারের কৃষি বিভাগের পাশাপাশি পিকেএসএফ’র সহযোগীতায় ও দিশার বাস্তবায়নে আমরা প্রান্তিক পর্যায়ের কৃষকের সাথে যোগাযোগ রেখে এই কৃষিখাতকে আরও সামনের দিকে এগিয়ে নিতে কাজ করছি।

মিরপুর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, সরিষা চাষে ১১০০ হেক্টর জমিতে এ বছর আমাদের লক্ষ্যমাত্রা ছিলো। আড়াই হাজার হেক্টর জমিতে সরিষার আবাদ হয়েছে। কৃষকরা গত বছর ভালো মূল্য পাওয়ায় ও আমাদের কৃষি অফিস থেকে ১৭শ ৬০ জন কৃষককে বিনামূল্যে ভালো জাতের বীজ দেওয়ায় এবার সরিষার চাষাবাদ বেড়েছে।

কুষ্টিয়া শহর থেকে আসা কিরণ মাহমুদ তার পারিবার-পরিজন নিয়ে মশানের সরিষা মাঠে ঘুরতে এসেছে। তিনি জানান বাড়ীর পাশে যে হলুদ সরিষা ফুলে ছেয়ে গেছে। তা দেখে সত্যি মনটা বেশ প্রফুল্ল হয়ে যায়। আমরা পরিবার পরিজন নিয়ে এই বিস্তীর্ণ মাঠ জুড়ে সরিষা ফুলের সমারোহ দেখে সত্যি আমরা অভিভুত। এখানে এসে প্রকৃতি উপভোগ করছি ছবি তুলছে অনেক মজা করছি।

জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের উপ-পরিচালক কৃষিবীদ হায়াত মাহমুদ জানান, চলতি মৌসুমে কুষ্টিয়ায় সরিষা চাষের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল ১০ হাজার ৯২২ হেক্টর। তবে চাষ হয়েছে ১১ হাজার ৬৪৫ হেক্টর। তবে এবারে মৌসুমের শুরুতে আবহাওয়া অনুকূলে থাকার কারণে গত বছরের চেয়ে এবার সরিষা চাষ কিছুটা বেশি হয়েছে বলেও জানান তিনি।

কুষ্টিয়ায় এতিমখানা ও

মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ

কুষ্টিয়ার খোকসায় এতিমখানা ও হাফেজিয়া মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে।

মঙ্গলবার সকালে খোকসা উপজেলার শোমসপুর ইউনিয়নের ধুশুন্ধ গ্রামে সরদার মমতাজ আজহার এতিমখানা ও হাফেজিয়া খানা ও জয়ন্তীহাজরা ইউনিয়নের উথলী গ্রামের উথলী এতিমখানা ও হাফেজিয়া মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের মাঝে এসব শীতবস্ত্র উপহার স্বরুপ বিতরণ করা হয়।

সামাজিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ‘ইয়ুথ ডেভলপমেন্ট ফোরাম’র উদ্যোগ ও দক্ষিন কোরিয়া প্রবাসি আশরাফুল ইসলাম রোমান এর অর্থায়নে কতটা কম্বল বিতরণ করা হয়।

সামাজিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ‘ইয়ুথ ডেভলপমেন্ট ফোরাম’র চেয়ারম্যান আশিকুল ইসলাম চপলের সভাপতিত্বে খোকসা সরকারি কলেজের বাংলা বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ওয়াজেদ বাঙ্গালী, শোমসপুর ইউনিয়নের ধুশুন্ধ গ্রামে সরদার মমতাজ আজহার এতিমখানা ও হাফেজিয়া খানার মুহতামিম হাফেজ আব্দুর রহমানসহ সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন।

সামাজিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ‘ইয়ুথ ডেভলপমেন্ট ফোরাম’র চেয়ারম্যান আশিকুল ইসলাম চপল বলেন, শীতে কারও যেন কষ্ট না হয় এজন্য আমরা চেষ্টা করি দুস্থ শীতার্তদের জন্য শীতবস্ত্রের ব্যবস্থা করে থাকি। শুধুমাত্র সমাজের অবহেলিত অসহায় শীতার্ত মানুষই নয়, মাদ্রাসার এতিম শিশুদের কথা চিন্তা করে সংগঠনটির মাধ্যমে এসব শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে।

কুষ্টিয়ায় আবাসিক হোটেলে

কলেজছাত্রীর মৃত্যু

কুষ্টিয়ায় একটি আবাসিক হোটেলে শয্যা বিশ্বাস (১৮) নামে এক কলেজছাত্রীর মৃত্যু হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার (১৩ ডিসেম্বর) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে শহরের মজমপুর এলাকার রাতুল আবাসিক হোটেলে এ ঘটনা ঘটে।

এ ঘটনায় সৌরভ সরকার জয় নামে এক যুবককে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় নেওয়া হয়েছে। সৌরভ টাঙ্গাইল জেলা সদরের বাসিন্দা। তিনি ঢাকায় একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত রয়েছেন।

নিহত শয্যা বিশ্বাস কুষ্টিয়ার খোকসা উপজেলার জানিপুর ইউনিয়নের ঈশ্বরদী গ্রামের উদায় বিশ্বাসের মেয়ে ও খোকসা সরকারি ডিগ্রী কলেজের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী তিনি।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত রবিবার (১১ ডিসেম্বর) দুপুরে কুষ্টিয়া শহরের মজমপুর এলাকার রাতুল আবাসিক হোটেলে আসেন তারা। সেখানেই দুজন অবস্থান করছিল। গতকাল মঙ্গলবার (১৩ ডিসেম্বর) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে হঠাৎ করেই শয্যা বিশ্বাস অসুস্থতা বোধ করলে দ্রুত কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে নেওয়ার পথে মারা যান তিনি। নিহতের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে।

এ বিষয়ে রাতুল আবাসিক হোটেলের ম্যানেজার রিপন বলেন, রবিবার (১১ ডিসেম্বর) দুপুরে তারা দুজন স্বামী-স্ত্রী পরিচয়ে হোটেলে উঠেছিলেন।
তারা হোটেলেই অবস্থান করছিল। সন্ধ্যার দিকে শয্যা বিশ্বাস নামে ওই নারী অসুস্থ হলে তাকে হাসপাতালে নেওয়ার পথে মারা যান তিনি।

এ ব্যাপারে নিহতের পিতা উদায় বিশ্বাস বলেন, রবিবার (১১ডিসেম্বর) সকালে শয্যা বিশ্বাস কলেজ যাওয়ার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হয়। পরে বেলা গড়িয়ে সন্ধ্যা হলে আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের বাড়ি বাড়ি খোঁজখবর করে না পেয়ে আজ সন্ধ্যায় থানায় অভিযোগ দিতে যাবো ভাবছি। ঠিক সন্ধ্যার দিকে মোবাইল ফোনে শয্যার মৃত্যুর খবর আসে। এটি স্বাভাবিক মৃত্যু নয়, তাকে হত্যা করা হয়েছে। অবশ্যই এ ব্যাপারে থানায় আমরা মামলা দায়ের করবো।

এ ব্যাপারে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার

আশরাফুল ইসলামের সঙ্গে মুঠোফোনে একাধিকবার যোগাযোগ করা হলে তিনি কলটি রিসিভ করেননি।

কুষ্টিয়া মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) দেলোয়ার হোসেন খান বলেন,আবাসিক হোটেলে ওই কলেজছাত্রীর মৃত্যুর ঘটনা শুনে পুলিশ সেখানে যায়। তবে তার মৃত্যুর সঠিক কোনো কারণ জানা যায়নি। তবে ঘটনাটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এঘটনায় হোটেলে নিহত কলেজছাত্রীর সঙ্গে অবস্থানরত সৌরভ নামে এক যুবককে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। তবে ওই যুবকের দাবি, তারা দুজন স্বামী-স্ত্রী। তবে এ ব্যাপারে এখন পর্যন্ত থানায় কোনো অভিযোগ দেয়নি নিহতের পরিবারের লোকজন। অভিযোগ পেলে তদন্ত করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

নানা আয়োজনে কুষ্টিয়া মুক্ত দিবস পালিত

শহীদদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা প্রদর্শনসহ নানা আয়োজনে কুষ্টিয়া মুক্ত দিবস পালিত হয়েছে।

রবিবার (১১ ডিসেম্বর) সকালে কুষ্টিয়া কালেক্ট্ররেট চত্বরে কেন্দ্রীয় স্মৃতিস্তম্ভে শহীদদের প্রতি ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন জেলা প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসন।

পরে মুক্তিযোদ্ধা সংসদসহ বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

এরপর জাতীয় সঙ্গীতের সঙ্গে জাতীয় পতাকা ও মুক্তিযুদ্ধের পতাকা উত্তোলন শেষে শহীদদের মাগফেরাত কামনায় দোয়া করা হয়। পরে সেখান থেকে র্যালি বের হয়।

র্যালিটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে জেলা প্রশাসনের কার্যালয়ের সামনে আলোচনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইদুল ইসলামের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি

হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপার খায়রুল আলম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক শারমিন আক্তার, স্থানীয় সরকার বিভাগের উপপরিচালক আরিফুজ্জামান, মুক্তি যোদ্ধা সংসদের সাবেক কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা হাজী রফিকুল আলম টুকু, জিপি এ্যাড. আসম আক্তারুজ্জামান মাসুম, কুষ্টিয়া প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আনিসুজ্জামান ডাবলু, কুষ্টিয়া সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি আলহাজ্ব রাশেদুল ইসলাম বিপ্লব প্রমুখ।

পরে সন্ধ্যায় কুষ্টিয়া মুক্ত দিবস উপলক্ষে জেলা শিল্পকলা একাডেমির আয়োজনে শিল্পকলা মিলনায়তনে কবিতা আবৃত্তি ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

প্রসঙ্গত, ১৯৭১ সালের এইদিনে মুক্তিযুদ্ধের সূতিকাগার কুষ্টিয়া জেলা শত্রুমুক্ত হয়। ২৫ মার্চ কালো রাতে মেজর শোয়েব’র অধিনায়কত্বে এবং ক্যাপ্টেন শাকিল, ক্যাপ্টেন সামাদ ও লে. আতাউল্লাহর উপ-অধিনায়কত্বে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ২৭ বেলুচ রেজিমেন্ট এ কোম্পানির ২১৬ জন সদস্য যশোর সেনানিবাস থেকে কুষ্টিয়ায় এসে কয়েক খণ্ডে বিভক্ত হয়ে পুলিশ লাইন, জিলা স্কুল, টেলিগ্রাফ অফিস, সদর থানা ও আড়ুয়াপাড়া ওয়ারলেস অফিসে অবস্থান নেন। তারা দু’একটি ছাড়া শহরের সব টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করে দেয় এবং ২৬ মার্চ শহরে একনাগাড়ে ৩০ ঘণ্টার জন্য কারফিউ জারি করে ও সশস্ত্র টহল দিতে থাকে। তবে কুষ্টিয়ার মানুষ কারফিউ ভঙ্গ করে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে এবং সেনা চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টির উদ্দেশ্যে রাস্তায় ব্যারিকেড দেওয়াসহ বিভিন্নভাবে প্রতিবাদ জানাতে থাকে। এ সময় রনি রহমানসহ বেশ কয়েকজন পাকিস্তানি সেনার গুলিতে প্রাণ হারান। কুষ্টিয়ার মুক্তিযুদ্ধে রনি রহমান প্রথম শহীদ। এরপর দীর্ঘ ৯ মাসে কুষ্টিয়ায় ছোট বড় অনেকগুলি যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

ডিসেম্বর থেকে পাকিস্তানি সেনা খেদাও স্লোগানে মুক্তিযোদ্ধা সেনা ঘাঁটিগুলোয় আক্রমন শুরু করে। ১০ ডিসেম্বর মিত্রবাহিনী ভুল তথ্যের ভিত্তিতে ঝিনাইদহ থেকে ট্যাংক বহর নিয়ে কুষ্টিয়া শহরে প্রবেশ করেই পাকিস্তানি বাহিনীর অ্যামবুশের মুখে পড়লে শুরু হয় যুদ্ধ। আর এটাই ছিল হানাদার বাহিনীর সঙ্গে মিত্রবাহিনীর সম্মুখ ট্যাংক যুদ্ধ। এখানে মৃত্যু ঘটে ২ শতাধিক মিত্র সৈনিকের। শুরু হয় মিত্র বাহিনীর বিমান হামলা। বিধ্বস্ত হয় পাকিস্তানি হানাদারদের দুর্গ। এ লড়াইয়ে যোগ দেয় মুক্তিযোদ্ধাসহ জেলার সাধারণ মানুষ। তোপের মুখে ১১ ডিসেম্বর প্রত্যুষে পালিয়ে যায় পাকিস্তানি

বাহিনী। মুক্ত হয় কুষ্টিয়া।

চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের ৫ দিন আগেই এ জেলার জনগণ বিজয় নিশানা দেখতে পেয়েছিল। স্বজনের গলিত মরদেহ, কঙ্কাল, গণকবর আর সম্ভ্রম হারানো মা-বোনের আর্তনাদ ভুলে সেদিন বিজয়ের আনন্দে মানুষ রাস্তায় নেমে উল্লাস করেছিল।